মা চণ্ডী চিত্রম
নিবেদিত
সুবোধ ঘোষের

সুজাতা

পরিচালনা
পিনাকী মুখার্জী
সংগীত
নচিকেতা ঘোষ

মা চণ্ডী চিত্রম্ নিবেদিত

সুবোধ ঘোষের

সুজাতা

প্রযোজনা : বিশ্বনাথ নান

চিত্রনাট্য পরিচালনা : পিনাকী মুখার্জী

সংগীত : নচিকেতা ঘোষ

চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী ॥ শিল্পনির্দেশ : সুনীল সরকার সম্পাদনা : রবীন দাস ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল তালুকদার। নৃপেন পাল ॥ সংগীতগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সত্যেন চ্যাটার্জী শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : মুন্সীরাম শর্মা দৃশ্যপট : রামচন্দ্র সিন্ধে।। নৃত্য পরিকল্পনা : বেলা অর্ণব ও নরেশকুমার। পুতুল নৃত্য পরিকল্পনা : ক্যালকাটা পাপেট ॥ প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিত মিত্র ॥ কর্মসচিব : সুনীল রায়চৌধুরী ব্যবস্থাপক : বিমল সান্যাল ॥ বিশেষ দৃশ্য : রাওকো এফেক্ট (বম্বে)॥ স্থির চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ প্রচার অঙ্কন : খালেদ চৌধুরী ॥ গীত রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নেপথ্য কণ্ঠে : মান্না দে। সন্ধ্যা মুখার্জী। আরতি মুখার্জী। দ্বিজেন

মুখার্জী। পাপিয়া বাগচী। সন্তোষ সেনগুপ্ত ॥ সাজসজ্জা : দাশরথী দাস ॥ কেশসজ্জা : পিয়ার আলী। মেহবুব। জুলি। লিণ্ডা এবং লেডিজ বিউটি কর্ণার ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : শ্যামল চক্রবর্তী ॥ সহকারী পরিচালক : রঞ্জন মজুমদার ॥ ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস।

এন, টি নং ১, ক্যালকাটা মুভীটোন ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মালশ্রী সর্বাধিকারী।

অভিনয়ে : অপর্ণা সেন ॥ সুমিত্রা মুখার্জী ॥ সুব্রতা চ্যাটার্জী ছায়া দেবী ॥ ইন্দুলেখা দেবী ॥ প্রমিলা দেবী ॥ স্বর্ণালী গাঙ্গুলী স্বর্ণালী গাঙ্গুলী ॥ চন্দ্রকলা ॥ রুবু মিত্র (অতিথি) ॥ অনিল চ্যাটার্জী ॥ দীপংকর দে ॥ অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী ॥ জহর রায় বঙ্কিম ঘোষ ॥ আনন্দ মুখার্জী ॥ শ্রীপতি চৌধুরী ॥ পিনাকী মুখার্জী ॥ সঞ্জনকুমার ॥ সুনীল গুপ্ত কবিরাজ (অতিথি) নিতাই রায় ॥ ডাবু গাঙ্গুলী ॥ বিশ্বনাথ দে ॥ শম্ভু ভট্টাচার্য্য প্রদীপ দাস ॥ মাঃ অশোক ॥

বিশ্ব-পরিবেশনা : **মুলমুন ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

কাহিনী :

শহরের শেষ প্রান্তে রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার উপেনের শান্ত বাংলোটার বাতাস আজকাল প্রায়ই গুণগুণ করে ওঠে চারুর দোলনা দোলানো আর ঘুম পাড়ানো গান। এতদিন যে নতুন প্রাণের হাসিকান্না বেজে উঠতো চারুর বুকের মধ্যে তার একটা নাম দিয়ে ফেলেছে চারু—'রমা'। চারুর সে স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

রমার প্রথম জন্মদিনে উপেনের বাংলো যখন উৎসবে রঙ্গীণ, ঠিক সে সময় চৌকীদার আরও কয়েকজন স্থানীয় কুলী সহ কোলে নিয়ে এলো একটি রমার বয়েসী মেয়েকে। জানা গেল, কলেরায় মেয়েটির মা, বাবা দুজনেই মারা গেছে। জাতিতে অচ্ছুৎ—তাই এখানে মেয়েটিকে কেউই আশ্রয় দিতে চাইছে না। অন্য গাঁয়ে খোঁজ করতে সময় চাই—এ সময়টা স্যাহেব কি একটা ব্যবস্থা করবেন ? -উদার উপেনের সংসারে মেয়েটি আশ্রয় পেল। উপেন মেয়েটির নাম রাখে সুজাতা। দিন যায়, নানা খুঁটিনাটির মধ্যে ক্রমে উপেন-চারু দুজনেই মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। সুজাতাকে কারুর হাতে তুলে দিতে না পেরে স্বামী-স্ত্রীর আলোচনায় ঠিক হয় মেয়ের মতই বাড়ী থাকুক সুজাতা।

উপেন চাকুরী জীবন থেকে অবসর নিয়ে ভবিষ্যতের আশ্রয় গড়ে তুললো ব্যারাকপুরে। সুজাতা আর রমা এখন বড় হয়েছে। মেয়ে রমা পড়ছে কলেজে আর নিজের মেয়ের মত সুজাতা তুলে নিয়েছে সংসারের ভার।

অন্যদিকে উপেনের বন্ধুর পিসিমা একদিন ব্যারাকপুরে এলেন তার একমাত্র নাতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অধীরকে নিয়ে। তিনি চান রমার সাথে অধীরের বিয়ে হোক। কিন্তু মিষ্টি মেয়ে সুজাতাকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছে অধীর—সব জেনে শুনেও।

স্বভাবতই অশান্তির ঝড় উঠলো সংসারে। বিষিয়ে উঠলো চারুর মন—তবে কি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছে সে ? আর রমা ? সে কি বিয়ে করতে পারলো অধীরকে ? না, অধীর পেয়েছিল সুজাতাকে ? সুজাতা কি সত্যি সত্যিই চারু-উপেনের মেয়ে হতে পেরেছিল ?

গান

(১)

চাঁদ বললেও ভুল হয়
ফুল বললেও ভুল হয়
আমার খুকু ওদের চেয়েও মিষ্টি

হাসলে পড়ে টোল তার
আধো আধো বোল তার
হার যে মানে চন্দনারও শিষটি

হীরে মাণিক নিয়ে যে
দেব মণির বিয়ে যে
ছাঁদনা তলায় হবে শুভদৃষ্টি।

ফুলো ফুলো গাল তার
রং লেগেছে মালতার
বসে বসে ভাঙ্গবে ভুলের হাতটা

অনেক খেলে ক্লান্ত
এখন ঘুমে শান্ত
ঘুম পাড়িয়ে ঘুমিয়ে গেছে রাতটা...

(২)

যদি চাঁদ আর সূর্য
একই সাথে ওঠে
কে কার তুলনা হবে বল
যদি মল্লিকা মাধবী
একই সাথে ফোটে
কে কার তুলনা হবে বল

দুটি পাখী একই গানে একই কথা
বয়ে যায় দুটি পাশাপাশি
একই দিকে বয়ে যায়
যদি মৌমাছি প্রজাপতি
একই ফুলে জোটে
কে কার তুলনা হবে বল।
দুটি মন একই গানে

একই মন হয়ে যাক দুজনে
এ মিতালি
এ মিতালি এ মিতালি
চিরকালই রয়ে যাক
যদি হাসি আর বাঁশী
থাকে একই ঠোঁটে
কে কার তুলনা হবে বল

(৩)

কত না নদীর জন্ম হয়
আরেকটা কেন গঙ্গা হয় না
কত না মানুষ জন্ম লয়
ওরে একটা কেন জাত হয় না
কত রংয়ের হয় যে ধেনু
দুধের রং তো সাদা
যে মাটিতে ফলে ফসল
সেই তো আবার কাদা

দুধের সাদা ছাড়া রং হয় না
বাউল গানের জাত হয় না
আরেকটা তাই গঙ্গা হয় না

ভিন্ন বৃক্ষে দুটি কুসুম
ফুটলে গো একসাথে
একই পূজায় লাগে তারা
এক পূজারীর হাতে
ওরে ফুলের কোন জাত হয় না
আরেকটা তাই গঙ্গা হয় না।

(৪)

বাঁশী বাজবে না কেন
রাধা নাচবে না কেন
বর্ষাকালে ময়ূর যদি তাথৈ তাথৈ নাচে।
ফুল ফুটবে না কেন
চাঁদ উঠবে না কেন
মাতাল হয়ে যার যা হয় আসুক ফুলের কাছে।
ললিত বসন্ত রোগে
বাঁশীতে যে সুর লাগে

ললিতা বিশাখা সাথে
চলে রাধা আজ রাতে
হায়, বাঁশী শুনে হয় যে মনে কৃষ্ণ যে তার আছে।

পরাজয় আনন্দ জাগে
দোলে তনু অনুরাগে
কঙ্কন কিঙ্কিনী
তোলে যে সুর রিমিঝিমি
আহা রাধার মনের রং লেগেছে কৃষ্ণচূড়া গাছে।

(৫)

মেঘের পরে মেঘ জমে তবে বৃষ্টি হলো
আর ব্যথার পরে ব্যথা লেগে
আমার গান মিষ্টি হলো।
একটু একটু করেই কুড়ি ফুল হয়েছিল
একটু পেয়েও তবু কিসব ভুল হয়েছিল
তবে চোখে চোখে কেন শুভদৃষ্টি হলো।

একটি একটি প্রবাল মরে দ্বীপ গড়েছিল
একটু একটু আঘাত জমে বুক ভরেছিল।
সেই কান্না নিয়ে কাব্য আমার সৃষ্টি হলো।

স্টীড্-ও-লিথ্ অফসেট্ কোং,
১২ বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা-১৫ কর্তৃক প্রকাশিত।